

**আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে**  
**জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুনের বাণী**  
**৮ মার্চ ২০০৯**

এক বছর আগে আমি নারী ও কন্যা শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে বিশ্বের সকল জনগণ ও সরকারের ঐক্যবন্ধ কার্যক্রম অভিযানের উদ্বোধন করেছিলাম। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার জন্য নির্ধারিত সময় ২০১৫ পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের সঙ্গে এই অভিযানের স্বচ্ছ যোগসূত্র আছে। আমাদের অবশ্যই স্বভাবগত ও সামাজিকভাবে উদ্ভূত সহিংসতা বন্ধ করতে হবে যা প্রাণ সংহার করে, স্বাস্থ্যহানী ঘটায়, দারিদ্র্যক্ষিত ঘটায় এবং নারীর সমতা ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা এইচআইভি/ এইডসের বিস্তারের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত। অনেক দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রতি তিন জনে একজন নারী প্রহার, যৌন নিপীড়ন অথবা অন্য কোন প্রকার নির্যাতনের স্বীকার হয়ে থাকে। নারী ও কন্যা শিশু প্রথাগত ও পরিকল্পিতভাবেই যুগের সময় ধর্ষণ এবং যৌন সহিংসতার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা, জাতিসংঘ সনদে উল্লেখিত অঙ্গীকার – ‘সামাজিক উন্নয়ন এবং উন্নত জীবনমানের জন্য বৃহত্তর স্বাধীনতার অঙ্গীকার’ এর সরাসরি বিরোধীতা করে। সহিংসতার ফলাফল দৃষ্টি ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে যায়। মৃত্যু, আঘাত, চিকিৎসা ব্যয় এবং চাকুরি খোয়ানো হাজারো কুফলের মধ্যে কয়েকটি মাত্র। সহিংসতার প্রভাব নারী ও কন্যা শিশু, তাদের পরিবার, তাদের সম্প্রদায় এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্ত জীবন ব্যবস্থায় কতো যে প্রকট তার কথা বলাইবাহুল্য। প্রায়শই অপরাধের বিচার হয় না এবং অপরাধী নির্বিলম্বে ঘুরে বেড়ায়। কোনো দেশ, কোনো সংস্কৃতি, কোনো নারী, যুবক কিংবা বৃদ্ধ এর দায়মুক্ত নয়।

বর্তমানে সমাজের এই কলঙ্কের বিরুদ্ধে পুরুষদের বিরোধীতার প্রবনতা বাড়ছে। বিশ্বব্যাপী ‘ভি-পুরুষ অভিযান’, সাদা ফিতা অভিযান এবং ভি-দিবস অভিযানের অংশে পরিণত হয়েছে। এবং সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ডগুলোতে পুরুষরাই পুরুষদের শিক্ষা দিচ্ছে যে সহিংসতারও বিকল্প আছে এবং “একজন সত্যিকারের পুরুষ কখনও নারী প্রহার করে না।”

প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রচলিত মানসিকতা ও অভ্যাসগুলো পরিবর্তন করা সহজ নয়। এতে অবশ্যই আমাদের সবাইকে সম্পৃক্ত হতে হবে – ব্যক্তি, সংস্থা এবং সরকার। কোনো ধরনের, কোনো সময়েই, কোনো পরিস্থিতিতেই নারীর প্রতি সহিংসতা সহ্য করা হবে না, আর এজন্য আমাদের অবশ্যই উচ্চপর্যায় থেকে জোড়ালো ও স্বচ্ছভাবে কাজ করতে ঐক্যবন্ধ হতে হবে।

আমাদের নারী ক্ষমতায়নবান্ধব অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। আমাদের প্রয়োজন সহিংসতা রোধক কর্মসূচি ও বাজেট। আমাদের প্রয়োজন মিডিয়াতের নারীর ইতিবাচক ভাবমূর্তি। আমাদের এমন আইন প্রয়োজন যা সহিংসতাকে একটি অপরাধ হিসেবে গণ্য করবে, যার জন্য অপরাধীকে দায়ী ও বিচারের সম্মুখিন হতে হবে।

‘নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ঐক্যবন্ধ হই’ এই অভিযান নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে কাজ করতে নারীর পাশাপাশি পুরুষদেরও উৎসাহিত করে। কেবলমাত্র ঐক্যবন্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমেই আমরা আরো সমতাপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়তে পারবো। আসুন এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমরা পরিবর্তনের সূচনা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই।

\*\* \*\* \*